ভোরের কাগজ

০৭/৬/২০০৭

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ...

গ্রেডিং পদ্ধতি : কতিপয় অসঙ্গতি প্রসঙ্গে

এ বছর থেকে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এটা একটা ভালো উদ্যোগ। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েটসহ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোতে এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে আসছে। কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবিত এসএসসির গ্রেডিং পদ্ধতি নানা অসঙ্গতিতে পূর্ণ এবং মেধার সঠিক মূল্যায়নের অন্তরায়।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। ধরা যাক, একজন শিক্ষার্থী ৯টি বিষয়ে ৭৯ করে এবং একটি বিষয়ে ৫৯ নম্বর পেলো। এতে তার মোট নম্বর হবে ৭৯X৯+৫৯=৭৭০ এবং মোট গ্রেড পয়েন্ট হবে ৯X৪+৩=৩৯। অপর দিকে আরেকজন শিক্ষার্থী প্রতি বিষয়ে ৬০ করে পেলে তার মোট নম্বর হবে ৬০X১০=৬০০ অথচ গ্রেড পয়েন্ট হবে ১০ X৪=৪০ যা ৭৭০ নম্বরপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর গ্রেড পয়েন্ট অপেক্ষা বেশি। যেহেতু মোট নম্বর মূল্যায়নপত্রে উল্লেখ থাকবে না, তাই কলেজ' বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি এমনকি চাকরির ক্ষেত্রেও ৭৭০ নম্বরপ্রাপ্ত মেধাবী ছাত্রটি অপেক্ষা ৬০০ নম্বর প্রাপ্ত অপেক্ষাকৃত র্বল ছাত্রটি অধিকতর যোগ্য বলে বেচিত হবে। এতে করে মেধার বমূল্যায়ন করা হবে, একজন ছাত্রকে ার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা বে এবং মেধাবীদের সঙ্গে করা হবে রম পরিহাস- যা কোনোভাবেই হণযোগ্য হতে পারে না।

এছাড়া প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে বিজ্ঞান মানবিক বা বাণিজ্য বিভাগের ক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হবে। নেনা বিজ্ঞানের বিষয়ে সহজেই ৮০ তেতোধিক নম্বর পাওয়া গেলেও নবিক বা বাণিজ্যের ইতিহাস বা ীরনীতি বা ব্যবসায়নীতিতে ধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সম্ভব হবে না। ল বিজ্ঞানের একজন ছাত্র এ+ লেও মানবিক বা বাণিজ্যের ছাত্রটি র কাঙ্ক্ষিত গ্রেডটি থেকে বঞ্চিত ব।

প্রস্তাবিত পদ্ধতির আরেকটি াখিচুরি মার্কা দিক হলো চতুর্থ য়য়ে কোনো গ্রেড পয়েন্ট না দেওয়া। টি ছাত্র দুইটি বছর একটি বিষয়ে শ্রম করবে অথচ তার স্বীকৃতি পাবে এটা রীতিমতো অন্যায়। যদি তাই তবে শিক্ষার্থীর কাছে চতুর্থ বিষয়ের য়োজনটাই বা থাকবে কোথায়? আর কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজন হয়ই া তার স্বীকৃতি দেওয়া হবে না া? এ ধরনের চাপিয়ে দেওয়া ান্তের ফল কখনও শুভ হতে পারে

কাজেই ফল প্রকাশের পূর্বেই এ ারে আরো চিন্তাভাবনা ও বিচার াষণের প্রয়োজন আছে বলে তন অভিভাবক মহল মনে করেন। ব্যাপারে পত্রপত্রিকায় অনেক ালেখি হয়েছে এবং হচ্ছে। মধ্যে উচ্চ আদালত রুলও জারি ছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের নীরব কায় কোমলমতি শিক্ষার্থীসহ ভাবকদের চিন্তার শেষ নেই। ঐ ঙ্গ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন- হয় প্রস্তাবিত পদ্ধতি বাতিল করে পূর্বের পদ্ধতি বহাল রাখা হোক। নতুব বিভিন্ন গ্রেডের মধ্যে নম্বরের বিস্তা কমিয়ে অন্তত ১০-এ রেখে এব গ্রেডের সংখ্যা বাড়িয়ে সম্পূর্ণ নতু আঙ্গিকে গ্রেডিং সিস্টেম ঘোষণা কর হোক। এছাড়া চতুর্থ বিষয়েও আগের মতোই নির্দিষ্ট নম্বর বাদ দিয়ে অবশিষ্ট নম্বরের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে একটা গ্রেড পয়েন্ট যোগের বিধান কর হোক।

এ উদ্দেশ্যে কর্তপক্ষের বিবেচনার জন্য নতুন স্তরবিন্যাশকৃত গ্রেড পয়েন্টের একটি নমুনা দেওয়া হল :

নম্বর বিন্যাশ-	গ্রেড-	গ্রেডপয়েন্ট
৯০-১০০	এ-প্লাস	৫
৮০-৮৯	এ-মাইনাস	৪.৫
৭০-৭৯	এ	৪
৬০-৬৯	বি প্লাস	৩.৫
৫০-৫৯	বি	৩
৪০-৪৯	সি	২
৩৩-৩৯	ডি	১
০-৩২	এফ	০

চতুর্থ বিষয়ের জন্য ৪০ নম্বর বাদ দিয়ে অতিরিক্ত ১-৯ নম্বরের জন্য ০.৫ পয়েন্ট, ১০-১৯ এর জন্য ১, ২০-২৯এর জন্য ১.৫, ৩০-৩৯ এর জন্য ২, ৪০-৪৯ এর জন্য ২.৫ এবং ৫০ থেকে তদূর্ধ্ব নম্বরের জন্য ৩ পয়েন্ট মোট গ্রেড পয়েন্টের সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ছাত্র অভিভাবক সকলকে চিন্তামুক্ত করার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ হান্নান
৪১৫,কবি জসীমউদ্‌দীন হল,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়